সূচি

ভূমিকা পরিমল গোস্বামী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	•	বিশ্ববঞ্চক ১৭
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	•	বাবুর উপাখ্যান ২১
প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)	•	মতিলালের ইংরাজি শিক্ষা ২৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	•	শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল ২৭
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	•	বিড়াল ২৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম)	•	রেলওয়ে ৩২
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	•	বিদ্যাধরীর অরুচি ৩৬
দুর্গাচরণ রায়	•	চন্দন নগর ৪০
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর)	•	বিলি ব্যবস্থা ৪৯
অমৃতলাল বসু	•	পরবিদ্যা ৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	•	কৌতুক কণা ৫৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	•	তোতা কাহিনী ৫৮
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	•	বলবান জামাতা ৬১
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	•	দাদার দুরভিসন্ধি ৭১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	•	হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা ৮৭
প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)	•	ফরমায়েসী গল্প ৯৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	•	সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক ১১৬
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	•	বানপ্রস্থ ১১৯
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	•	প্রেরণা ১২৫
রাজশেখর বসু (পরশুরাম)	•	তিলোত্তমা ১৩৩
জগদীশ গুপ্ত	•	অন্নাভাবের দিনে ১৪০
বনবিহারী মুখোপাধ্যায়	•	নরকের কীট ১৪৪
সুকুমার রায়	•	আশ্চর্য্য কবিতা ১৫৬
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবীর)	•	কেলো কামড়ায় ১৫৯
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	•	উডুম্বর ১৬৬
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (দিবাকর শর্ম্মা)	•	ত্রিলোচন কবিরাজ ১৭২
জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)	•	মডার্ণ ফুলশয্যা ১৭৮
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	•	গ্রাম সংস্কার ১৮৬
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)	•	মানুষের মন ১৯৪

পরিমল গোস্বামী	•	ভূতপূর্ব্ব ১৯৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	•	পঞ্চরুদ্র ২০৯
অশোক চট্টোপাধ্যায়	•	যুগ পরিবর্তন ২২০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	•	তন্দ্রাহরণ ২২৫
সজনীকান্ত দাস	•	কুইনিন ২২৯
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী	•	মেজাজ ২৩৯
মনোজ বসু	•	রাজবন্দী ২৪৩
প্রমথনাথ বিশী	•	শিখ ২৪৭
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	•	আর্টিষ্ট ২৫৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র	•	বিপদ মানে বিপদবারণ ২৬১
অন্নদাশঙ্কর রায়	•	চুপি চুপি ২৬৭
সৈয়দ মুজতবা আলী	•	বেঁচে থাকো সর্দি কাশি ২৭১
শিবরাম চক্রবর্তী	•	পাঞ্চজন্য ২৮১
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিরূপাক্ষ)	•	মেয়েদের পছন্দ ২৮৮
লীলা মজুমদার	•	দুনিয়া দেখার ঢং ২৯৫
আশাপূর্ণা দেবী	•	টেক্কা ২৯৮
দেবেশ দাশ	•	প্রজাপতির ক্রিকেট ম্যাচ ৩০৬
অমূল্য দাশগুপ্ত (সম্বুদ্ধ)	•	স্পর্শ ৩১৩
বিমল মিত্র	•	আর একজন মহাপুরুষ ৩১৬
অজিতকৃষ্ণ বসু	•	তিলক কামোদ ৩২৮
বিনয় ঘোষ (কাল পেঁচা)	•	কেরানীদাদুর রূপকথা ৩৩৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	•	নৈশপর্ব ৩৩৮
গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)	•	ব্রজবুলি ৩৪৬
দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (নীলকণ্ঠ)	•	প্রেমে পতন ছাড়া কিছু নেই ৩৫০

বিশ্ববঞ্চক

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

(১৭৬২-১৮১৯)

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয়, সরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয়, তাহা কি কহিব? ইহার কাহিনী।—ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে। তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া। পুত্রের নাম ঠক্। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাইধূলা অঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনিয়মিতবেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াসুদ্ধ তৌলায়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না। বলে যে, এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতাদের হোমে উপযুক্ত। আমি ঐ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না। যদি তোমার দেব ব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে, তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয়, তাহার এক আদসের ন্যূন করিয়া ঘড়াসমেত দিতে পারি; কিন্তু ঘড়া হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্বদা দিতে পারি না। কেননা, যদি কিছু দেই, তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবেন না,—কহিবেন এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস্। কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস; অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেওয়া হয় না। তবে লইয়া কি করিব?

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে,—আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন। দুই এক সের যদি আজও দিতে, তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য নাই। এইরূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায়, কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ড সমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায়। এইরূপে সর্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ একদিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় আর একজন বিশ্বভণ্ড নামে, এক কূপাতে পাঁক কাদা পূরিয়া, তদুপরি কতক গুড় দিয়া, ঐ কূপা মাথায় করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে তাদৃশ সপিঃকুণ্ড মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃত ঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল,—গুড়ের

কূপা মাথায় করিয়া কত বেড়াব? উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয়। এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে আসিতে আমি আপন গুড়ের কূপা ছাড়িয়া উহার ঘৃত পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করা ভাণ্ড গাছের তলায় ফেলিয়া বিশ্ববঞ্চকের তদ্রুপ সর্পিঃপাত্র লইয়া মনে মনে তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতিবেগে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্থান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃত কুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল,—আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে, ঈশ্বর-বিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয়। আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল, সেই ভাল, এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল,—ও ঠকের মা! ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথা হইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল,—ওগো, আমি যাইতে পারিব না। আমার হাত জোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল,—আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে, দিব্য সার গুড় এক কূপা পাওয়া গিয়াছে। এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলিয়া আমার সেই ঘি-এর ঘড়া জানিসতো! তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। মনে মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে, আমি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম। পশ্চাৎ টের পাইবে। যা, শীঘ্র রাঁধা বাড়া কর; আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল,—গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়; তৈল নাই, লুন নাই, চাউল নাই, তরকারি-পাতি কিছুই নাই, কাঠগুলো সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে?... তৎপতি কহিল,—আজ কি ঘরে কিছুই নাই, দেখ-দেখি, খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে, তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল—বটে,—পিঠা করা বুঝি বড় সোজা, জাননা—পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা,—শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো তো রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকেদের মাউগের মত মাউগ পাইতে, তবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল—তবে কি আজ খাওয়া হবে না? ক্ষুধায় কি মরিব? তৎপত্নী কহিল,—মরুক ম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি দেখি হাঁড়ি কুঁড়ি—খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদ কুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল,—শীলটা ভাল বটে, লোড়াটা যা ইচ্ছা তা, এতে কি চিকন বাটনা হয়? মরুক যেমন হউক, বাটিত। ইহা কহিয়া খুদ কুঁড়া বাটিয়া কহিল, বাটা তো এক প্রকার হইল, আলুনি পিঠা খাইবা না, লুন তেল আনিতে হইবে? গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া, বিশ্ববঞ্চক কহিল—ওরে বাছা ঠক! তৈল, লবণ কোথা হইতে গোছে গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছেলিয়াকে, 'আয় আমার সঙ্গে, তোকে মোয়া দিব' এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আসিল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল, হাঁ, মোর বাছা এই তো বটে, না হবে কেন—আমার পুত্র, ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রকে ধন্যবাদ করিয়া ভার্যাকে কহিল,—ওলো মাগি যা যা শীঘ্র পিঠা করিগা, ক্ষুধাতে বাঁচি না। ... পিষ্টক পাক করিয়া থালেতে পরিবেশন করিয়া কূপা হইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া, তদুপরি এক কালে কতকগুলা পংক কর্দম পড়িল।

ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল, খাও এখন পিঠা খাও, যেমন মতি তেমনি গতি, অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল,—যা, যা তুই আর পোড়াসনে। যার যেমন কপাল, তার তেমনি সকলি মিলে, কিন্তু যা হউক, বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকে বঞ্চনা করিল, বাপের বেটা বটে; এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি

করিতে হইল। ইহা কহিয়া যথা কথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল। পরে এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতে ডাকিতে লাগিল,—ওহে বন্ধু! থাক থাক, তোমাকে কোল দিয়া, আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া, আপাতত তটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল,—আইস আইস, তোমাকেও আমি মনে মনে তত্ত্ব করিতেছি, ভাল হইল! তোমার সঙ্গে দেখা হইল। কহ,—গুড় কেমন খাইলা! বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তুমি যেমন ঘৃত খাইলা; কিন্তু ভাই তুমি আমাকে জিতিয়াছ; আমি গুড় কিছুই পাই নাই। তুমি ঘৃত কিঞ্চিত পাইয়া থাকিবা। সে যা হউক আইস, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা করিয়া দোঁহে পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া, অন্যান্য মুখাবলোকনপূর্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল!

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাই! তোমার নাম কি? সে কহিল,—আমার নাম বিশ্বভণ্ড। ইহা শ্রবণ মাত্র হী হী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তবে তো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল,—তোমার কি এই নাম? ইহাতে সে কহিল, না ভাই! আমার নাম বিশ্ববঞ্চক। দোঁহার নাম শব্দতঃ সমান না হইক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল,—ভাল সমানে সমানে মিলন বিহিত বটে,—যদি উভয়ে সরল হয়। উভয়ে কুটিল হইলে, বাহ্যতঃ যদ্যপি মিলন হয় তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে, যা হউক; কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্তব্য বটে। কেননা, তুমি আমার গুণ জানিলে। আমিও তোমার গুণ জানিলাম। কেহ কাহারও কথা কোথাও কহিব না।... কেবল ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ। অতএব চল, কোন দূরদেশে গিয়া এমন জীবিকা করি, যাহাতে অধিক লাভ হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গুজরাট দেশে গেল। তথায় গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—হে মিতা! তুমি এক কর্ম কর। এই ধোয়ান পাগ মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা পরিয়া ধোবা-কাচা চাদর গায় দিয়া, এ শহর- বাসি চিত্রগুপ্ত নাম মহাজনের বাটী যাও। পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি; কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্বে তুমি আপন পরিচয় কাহাকেও কিছু দিবে না, আমি গিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব যে, আপনি হেথায় কেন? তখন তুমি কহিও যে, পিতার সহিত কর্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা আছে, যদি ইনি সাহায্য করেন, তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথায় গেল। পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া, বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল,—একি আশ্চর্য! আপনি এস্থানে কি নিমিত্ত? সে কহিল,—তার বিমাতার বশ্যতাপন্ন, এ প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্যক্রমে বিবাদ হইল—এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল,—সর্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্মাপতি নামে মহাজনের পুত্র ইনি। হে চিত্রগুপ্ত! তোমার বড় ভাগ্য যে, ইনি তোমার বাটী আছেন। একথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল, বটে! তাঁহার পুত্র ইনি! আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল, এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন? সে কহিল,—ইঁহার নাম শুনিয়া এস্থানে আসিয়াছি। ইনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে স্বজাতি জীবিকা বাণিজ্য কর্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল,—তুমি যদি এই নগরে কুঠি করিয়া ব্যবসায় কর, তবে আমি তোমায় সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথামত উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া-দেওয়াতে চিত্রগুপ্তের বিশ্বাস জন্মাইয়া, এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—ওহে বন্ধু! শুন, বিদেশে দীর্ঘকাল থাকা ভালো নয়। স্ত্রী পুত্রাদি-পরিবারবর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকতে হয় না। তাহাতে নানা দোষ ঘটে, আজি এককালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে। এ সকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল, —সে উপায় কি? বিশ্ববঞ্চক কহিল,—দীর্ঘপ্রস্থে বড়ো কতকগুলো ঘর করি। দুই এক হাজার টাকার তূলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পুরিয়া নিশীথে সেই ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন আমার টাকার কি? তখন তুমি কহিও তাহার ভাবনা